বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১২টি নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের

যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী তেলের ব্যবহার এর উপর

বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

প্রথম খন্ড

১২টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
[অর্থ বছর ঃ ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
৮	অডিটের সুপারিশ	৫
৯	দ্বিতীয় অধ্যায়	৭
১০	**অনুচ্ছেদ-১**ঃ যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী বাবদ ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছর পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত অনিয়মিত ব্যয় ১৩,০৪,৮৫,৩৪৯ টাকা।	৯
১১	**অনুচ্ছেদ-২**ঃ জুন/২০০৫ মাসে প্রতিটি যানবাহন-যন্ত্রপাতি ২ থেকে ১০ বার মেরামত রেকর্ডভুক্তি করে সরকারি তহবিলের ক্ষতি সাধন ৬২,৯৮,৩৯৫ টাকা।	১০
১২	**অনুচ্ছেদ-৩**ঃ গাড়ি মেরামত ব্যয়ের ২১,৮৪,৭৩,০০০ টাকার রেকর্ডপত্র না থাকায় আর্থিক স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।	১১
১৩	**অনুচ্ছেদ-৪**ঃ দরপত্র ব্যতিরেকে সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতিতে গাড়ি মেরামত বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ৫০,৯১,৩১০টাকা।	১২
১৪	**অনুচ্ছেদ-৫**ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কারখানা বিভাগ (সওজ), তেজগাঁও, ঢাকা এর বাজেট বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) ঢাকা জোন এবং সচিবালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন অফিস কক্ষের এসি মেরামত, আসবাবপত্র সরবরাহ, টায়ার টিউব ক্রয় ও মনোহারী দ্রব্যাদি সরবরাহ বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ৭৬,৯৮,২৪৫ টাকা।	১৩
১৫	**অনুচ্ছেদ-৬**ঃ সওজ অধিদপ্তরের ৫৫টি গাড়ি সচিবালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যবহার এবং উক্ত গাড়িসমূহের জ্বালানী বাবদ প্রতি মাসে অনিয়মিত ব্যয় ১১,০০,০০০ টাকা।	১৪
১৬	**অনুচ্ছেদ-৭**ঃ বরাদ্দ পত্রের শর্ত উপেক্ষা করে পাজেরো জীপ ব্যবহারে সরকারী অর্থের অপচয় ৮,৩২,৫৩৬ টাকা।	১৫
১৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৫

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স)(এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ---------- বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১২টি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সনের যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়ের হিসাব ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়। সওজ কর্তৃক যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান, আদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এই নিরীক্ষা প্রতিবেদনে তার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে এবং গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ ---------------------- বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী বাবদ ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছর পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত অনিয়মিত ব্যয়।	১৩,০৪,৮৫,৩৪৯	৬
২	জুন/২০০৫ মাসে প্রতিটি যানবাহন ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জামাদি ২ থেকে ১০ বার মেরামত রেকর্ডভুক্তি করে সরকারি তহবিলের ক্ষতি সাধন।	৬২,৯৮,৩৯৫	৭
৩	গাড়ী মেরামত ব্যয়ের রেকর্ডপত্র না থাকায় আর্থিক স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।	২১,৮৪,৭৩,০০০	৮
৪	দরপত্র ব্যতিরেকে সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতিতে গাড়ি মেরামত বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	৫০,৯১,৩১০	৯
৫	নির্বাহী প্রকৌশলী, কারখানা বিভাগ (সওজ), তেজগাঁও, ঢাকা এর বাজেট বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) ঢাকা জোন এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়স্থ সচিবালয়ের বিভিন্ন অফিস কক্ষের এসি মেরামত, আসবাবপত্র সরবরাহ, টায়ার টিউব ক্রয় ও মনোহারী দ্রব্যাদি সরবরাহ বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	৭৬,৯৮,২৪৫	১০
৬	সওজ অধিদপ্তরের ৫৫টি গাড়ি সচিবালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যবহার এবং উক্ত গাড়িসমূহের জ্বালানী বাবদ প্রতি মাসে অনিয়মিত ব্যয়।	১১,০০,০০০	১১
৭	বরাদ্দ পত্রের শর্ত উপেক্ষা করে পাজেরো জীপ ব্যবহারে সরকারি অর্থের অপচয়।	৮,৩২,৫৩৬	১২
	সর্বমোট =	**৩৬,৯৯,৭৮,৮৩৫**	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর **ঃ ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ ১। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা।

২। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, রাঙ্গামাটি।

৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, খাগড়াছড়ি।

৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, সিলেট।

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, বরিশাল।

৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, ঢাকা।

৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ), সড়ক বিভাগ, মৌলভীবাজার।

৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, খুলনা।

৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, নাটোর।

১০। নির্বাহী প্রকৌশলী,(সওজ) সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। নির্বাহী প্রকৌশলী,(সওজ) সড়ক বিভাগ, বগুড়া।

১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) কারখানা বিভাগ, ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ বিশেষ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার সময় ঃ ২১-৯-২০০৮ খ্রিঃ হতে১২-১১-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছতার অভাব।
- সরকারি অর্থে ক্রয়কৃত মালামালের মজুদভুক্তি অনিশ্চিত।
- যথাযথ প্রক্রিয়ায় রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ না করায় কাজের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
- সরকারি ক্রয় বিধি উপেক্ষা করে দরপত্র/কোটেশন ব্যতীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির মেরামত কাজ সম্পাদন।
- বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে সরকারি যানবাহনের যথেচ্ছ ব্যবহার।
- সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও ব্যয় সম্পাদন।
- সরকারি গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশ অমান্য।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- এক খাতের বরাদ্দ হতে অন্য খাতে ব্যয়ের প্রবণতা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত ব্যয় নির্বাহের প্রবণতা পরিহার করা।
- আর্থিক বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালনে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- যে কোডে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, সেই কোডে অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

শিরোনাম ঃ যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী বাবদ ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছর পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত অনিয়মিত ব্যয় ১৩,০৪,৮৫,৩৪৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সালের হিসাবের উপর "যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী তেলের ব্যবহার" শীর্ষক বিশেষ নিরীক্ষা ২১-৯-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১২-১১-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ড় সময়ে সম্পাদন করা হয়। পরিশিষ্ট 'ক' তে বর্ণিত নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয় সমূহের ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, জ্বালানী বিল বাবদ ৮,৭৩,০৮,২৭১ টাকা এবং যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ ৪,৩১,৭৭,০৭৮ টাকা সহ মোট ১৩,০৪,৮৫,৩৪৯ টাকা বাজেট বহির্ভূত ব্যয় করা হয়েছে।

- অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনু বিভাগের অফিস স্মারক নং অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডিপি-১/২০০০/১৩ তারিখঃ ০৩-২-২০০৫ খ্রিঃ সংযোজিত ক্রমিক ৮(গ) অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত কোন ব্যয় নির্বাহ করা যায় না।

- সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়া কিংবা বাজেট প্রাপ্তির প্রত্যাশায় অর্থ ব্যয় করার ফলে সরকারের দায়-দেনা ও জাতীয় বাজেট ব্যবস্থাপনায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

- এই আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে ২৪-৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম আপত্তি জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১০-৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০৫-১১-০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিভাগীয় যানবাহনসমূহ সচল রাখার স্বার্থে সড়ক উন্নয়ন খাত হতে জ্বালানী ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। জবাবে বলা হয়েছে যানবাহনসমূহ সচল রাখার জন্য সড়ক উন্নয়ন ও মেরামত খাতের অর্থ যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী খাতে অর্থাৎ এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়ের সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত অর্থ ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

শিরোনামঃ জুন/২০০৫ মাসে প্রতিটি যানবাহন ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জামাদি ২ থেকে ১০ বার মেরামত রেকর্ডভুক্তি করে সরকারি তহবিলের ক্ষতি সাধন ৬২,৯৮,৩৯৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সালের হিসাবের উপর "যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী তেলের ব্যবহার" শীর্ষক বিশেষ নিরীক্ষা ২১-৯-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১২-১১-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, মৌলভীবাজার কার্যালয়ের ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুন/২০০৫ মাসে প্রতিটি যানবাহন ও সরঞ্জামাদি ২ থেকে ১০ বার মেরামত দেখিয়ে সরকারি তহবিলের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। জড়িত অর্থের পরিমাণ ৬২,৯৮,৩৯৫ টাকা (পরিশিষ্ট খ)।
- মেরামত কাজে সংযোজিত ও মেরামত শেষে উদ্ধার প্রাপ্ত পুরাতন যন্ত্রাংশ বিধি মোতাবেক মজুদভুক্তি করা হয়নি।
- একই যানবাহন/যন্ত্রপাতি একাধিকবার মেরামতের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়নি।
- এই প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা বহির্ভূত উপায়ে ব্যয় সম্পাদন করে নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে।
- জিএফআর প্যারা-১০(২) অনুযায়ী আর্থিক স্বচ্ছতাবিহীন সকল ব্যয় নিষিদ্ধ থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা সম্পাদন করা হয়েছে।
- এই আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে ২৪-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম আপত্তি জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১০-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০৫-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- একই যানবাহন/সরঞ্জামাদি আর্থিক বছর শেষে একটি নির্দিষ্ট মাসে একাধিকবার মেরামত দেখানোর কারণে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে যানবাহনসমূহ রাস্তায় চলাচল কিংবা কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল।
- বছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সমর্পন না করার উদ্দেশ্যেই মেরামতের নামে খরচ দেখানোর মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- যানবাহন-যন্ত্রপাতি মেরামতের নামে সরকারি অর্থ ক্ষতি করা হয়েছে বিধায় আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -৩

শিরোনাম ঃ গাড়ী মেরামত ব্যয়ের ২১,৮৪,৭৩,০০০ টাকার রেকর্ডপত্র না থাকায় আর্থিক স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বিবরণ ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপর সম্পাদিত 'যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী তেলের ব্যবহার ' শীর্ষক বিশেষ নিরীক্ষায় নির্বাহী প্রকৌশলী, কারখানা বিভাগ, ঢাকা এর ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ২১-৯-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১২-১১-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ড় সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, কারখানা বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন দপ্তরের গাড়ী মেরামত বিষয়ে যথাযথ পরিসংখ্যান বা রেকর্ডপত্রাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। ফলে ফি বছর কোন দপ্তরের কতটি গাড়ী মেরামত হয়েছে, ইউনিটভিত্তিক একই গাড়ী মেরামত বাবদ বছরে কত টাকা ব্যয় হয়েছে, কী কী নতুন যন্ত্রাংশ সংযোজন-বিয়োজন বা উদ্ধার করা হয়েছে, অনাবশ্যক বা সিলিং অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে কিনা, একই গাড়ী পুনঃ পুনঃ মেরামতের কারণে মেরামত ব্যয় গাড়ীর ক্রয় মূল্য (Face value)কে অতিক্রম করেছে কিনা ইত্যাদি তথ্য পাওয়া যায়নি। এতদ্সংক্রান্ড় তথ্যাদির রেকর্ড যথাযথভাবে রেজিষ্টারে সংরক্ষণ না করায় সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

- অধিকন্ড় মেরামত ব্যয়ের সপক্ষে পদ্ধতিগতভাবে কোন বিল ভাউচার সংরক্ষণ না করায় স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, উদ্দেশ্যভিত্তিক কোন খরচ না হওয়া সত্ত্বেও খরচের নাম করে ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৭-০৮ পর্যন্ড় সময়ে সরকারি অর্থের ক্ষতি করা হয়েছে ২১,৮৪,৭৩,০০০ টাকা (পরিশিষ্ট -গ)।

- জিএফআর বিধি ২৮৬ অনুযায়ী সরকারি রেকর্ড পত্রাদি অবশ্যই যথাযথ পদ্ধতিতে ও প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করতে হবে।

- জিএফআর বিধি ১০(২) অনুযায়ী প্রতিটি ব্যয়ের সপক্ষে আর্থিক স্বচ্ছতা থাকতে হবে, যা স্থানীয় অফিস কর্তৃক অনুসরণ করা হয়নি।

- এই আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে ২৪-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম আপত্তি জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১০-৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০৫-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- চাহিদা ও দরপত্রের ভিত্তিতে যানবাহন মেরামত করা হয়।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- স্থানীয় অফিসের জবাব আপত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কারণ চাহিদা ও দরপত্র আহ্বানই একমাত্র শর্ত নয়। গাড়ী মেরামতের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক রেকর্ডপত্রাদি সংরক্ষণ না করায় মেরামত কাজের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় অর্থ সাশ্রয় নীতি অনুসৃত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- গাড়ী মেরামতের ক্ষেত্রে রেকর্ডপত্র যথাযথ সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

- অস্বচ্ছ ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বির"দ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

শিরোনাম ঃ **দরপত্র ব্যতিরেকে সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতিতে গাড়ি মেরামত বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ৫০,৯১,৩১০টাকা।**

বিবরণ ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপর সম্পাদিত "যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী তেলের ব্যবহার" শীর্ষক বিশেষ নিরীক্ষায় ০৪টি নির্বাহী প্রকৌশলী দপ্তরের ২০০৪-০৮ সনের হিসাব ২১-৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরপত্র ব্যতিরেকে সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে গাড়ি মেরামত বাবদ অনিয়মিতভাবে ৫০,৯১,৩১০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঘ)।

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন/২০০৩ পরিশিষ্ট 'ক' প্রবিধি ঃ ১৮(২) মোতাবেক জরুরী মেরামত কাজের ক্ষেত্রে সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা ব্যয়যোগ্য হলেও তার অধিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকার অধিক জর"রী মেরামত কাজের জন্য দরপত্র/কোটেশন পদ্ধতি ব্যবহার করার বিধান থাকলেও তা অনুসরণ করা হয়নি।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডিপি-১/২০০০/১৩৯ তারিখঃ ০৪-০৬-২০০২ খ্রিঃ অনুযায়ী প্রতিটি যানবাহনের জন্য বৎসরের সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা ব্যয়যোগ্য হলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তার অধিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

- এই আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে ২৪-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম আপত্তি জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১০-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০৫-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বাস্তব প্রয়োজন ও চাহিদার আলোকে মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, জরুরী মেরামত কাজের প্রতি ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকার অধিক ব্যয়ের জন্য দরপত্র/কোটেশন ব্যবহার করা আবশ্যক হলেও স্থানীয় অফিস কর্তৃক তা অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

শিরোনামঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কারখানা ও সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (সওজ), তেজগাঁও, ঢাকা এর বাজেট বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) ঢাকা জোন এবং সচিবালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন অফিস কক্ষের এসি মেরামত, আসবাবপত্র সরবরাহ, টায়ার টিউব ক্রয়, মনোহারী দ্রব্যাদি সরবরাহ এবং জ্বালানী বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ৭৬,৯৮,২৪৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের "যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী তেলের ব্যবহার" শীর্ষক বিশেষ নিরীক্ষায় নির্বাহী প্রকৌশলী কারখানা ও সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ,তেজগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ২১-৯-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১২-১১-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, কারখানা বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের যানবাহন ও সরঞ্জাম মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের বাজেট বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) ঢাকা দপ্তরের এসি মেরামত, মনোহারী ও আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১৩,৬৬,৭৪০ টাকা, এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (সওজ), তেজগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের যানবাহন ও সরঞ্জাম মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের বাজেট বরাদ্দ হতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত গাড়ির জ্বালানী বাবদ ৩৪,৭৬,০৪৮ টাকা এবং গাড়ির টায়ার, টিউব এবং খুচরা যন্ত্রাংশ বাবদ ২৮,৫৫,৪৫৭ টাকাসহ মোট ৭৬,৯৮,২৪৫ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঙ) যা' সিপিডব্লিউ এ কোডের পরিশিষ্ট-৬, বিধি-৩২ এর পরিপন্থী। এছাড়া, জিএফআর প্যারা ৯৬(ক)(১) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধীনস্থ অফিসসমূহের জন্য যে উদ্দেশ্যে বাজেট বরাদ্দ করা হবে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যয় করতে হবে, যা এক্ষেত্রে পরিপালন করা হয়নি।
- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক জোন, ঢাকা দপ্তরের এসি মেরামত, মনোহারী সামগ্রী ও অন্যান্য মালামাল ক্রয় বাবদ কোন বাজেট বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও উল্লেখিত অর্থ অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।
- এই আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে ২৪-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম আপত্তি জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১০-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০৫-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ৪৯১৬- যানবাহন ও সরঞ্জাম মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা বর্ণিত কাজগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সচিবালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়(সওজ) ঢাকা পৃথক বাজেট বরাদ্দ দ্বারা পরিচালিত বিধায় নির্বাহী প্রকৌশলী কারখানা ও সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (সওজ) ঢাকা এর বাজেট দ্বারা উপরোক্ত কার্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করার সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ঠিক সে উদ্দেশ্যেই অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি নিশ্চিত না করার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

শিরোনাম ঃ সওজ অধিদপ্তরের ৫৫টি গাড়ি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যবহার এবং উক্ত গাড়িসমূহের জ্বালানী বাবদ প্রতি মাসে অনিয়মিত ব্যয় ১১,০০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

- সওজ অধিদপ্তরের "যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী তেলের ব্যবহার" শীর্ষক বিশেষ নিরীক্ষায় ২০০৪-২০০৫ হতে ২০০৭-০৮ সালের হিসাব ২১-০৯-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১২-১১-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষায় প্রধান প্রকৌশলী দপ্তরে রক্ষিত পরিদর্শন যানের নথি নং-ট-৪৭ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সওজ অধিদপ্তর মালিকানাধীন ৫৫টি পরিদর্শনযানে অনিয়মিতভাবে প্রতিমাসে ১১,০০,০০০ টাকা জ্বালানী ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-চ)।
- প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে ০৭-১২-২০০৬ তারিখে মেকানিক্যাল জোনের সার্বিক কর্মকান্ড বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ৮নং ক্রমিকে উল্লেখ করা হয় যে, ৫৫টি পরিদর্শন যান যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যবহার করার কারণে জ্বালানী বাবদ প্রতিমাসে ব্যয় হয়েছে ১১,০০,০০০ টাকা।
- এই আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে ২৪-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম আপত্তি জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১০-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০৫-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রাধিকার/এখতিয়ার বহির্ভূত গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ না থাকলেও অনিয়মিতভাবে গাড়ি ব্যবহারের কারণে সরকারি অর্থের ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- গাড়িসমূহ জরুরীভিত্তিতে সওজ অধিদপ্তরে ফেরত নেয়া আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

শিরোনাম ঃ **বরাদ্দ পত্রের শর্ত উপেক্ষা করে পাজেরো জীপ ব্যবহারে সরকারি অর্থের অপচয় ৮,৩২,৫৩৬ টাকা।**

বিবরণ ঃ

- সওজ অধিদপ্তরাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ বগুড়া দপ্তরের "যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী তেলের ব্যবহার" শীর্ষক বিশেষ নিরীক্ষা ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সালের হিসাব ২১-৯-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১২-১১-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষায় যানবাহন সংক্রান্ত নথি নং-১.১৩/২০০৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বরাদ্দ পত্রের শর্ত উপেক্ষা করে প্রাধিকার বিহীনভাবে একই মাসে ২টি পাজেরো জীপ গাড়ি ব্যবহার করায় সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে ৮,৩২,৫৩৬ টাকা (পরিশিষ্ট -ছ)।
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ ও সংগ্রহ সার্কেল, ঢাকা এর দপ্তরাদেশ নং-১৯৯ তারিখ-১৬-৪-২০০৬ মূলে ঢাকা মেট্রো ঘ–১১-৩১৯৩ নম্বর গাড়িটি নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক বিভাগ বগুড়ার নামে ইস্যু করা হয় এবং শর্তারোপ করা হয় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক ব্যবহৃত জীপ নং-ঢাকা-মেট্রো-গ-১১-০০১২ ঢাকায় জমা প্রদান করতে হবে। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পূর্বে ব্যবহৃত জীপ গাড়ি ফেরত না দিয়ে প্রাধিকার বিহীন ২টি গাড়ি একই সাথে ব্যবহারের কারণে সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে।
- এই আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে ২৪-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম আপত্তি জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১০-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০৫-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- গাড়ি ২টি একই কর্মকর্তা কর্তৃক একই সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় অফিসের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বরাদ্দ পত্রের শর্ত উপেক্ষা করে গাড়ি ব্যবহার করায় সরাসরি সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে ব্যবহৃত গাড়ি অতিসত্বর ঢাকায় জমাদানসহ অপচয়কৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।